প্রাসঙ্গিক কথা

দা'ওয়াহ্ কি?

আভিধানিকভাবে দা'ওয়াহ্ অর্থঃ প্রচার করা, পৌঁছিয়ে দেয়া, পরিতুষ্ট করা, দাবী করা, আহবান করা।

পরিভাষায়ঃ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া, শিক্ষা দান করা ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করা।

দাঈর সংজ্ঞাঃ

দাঈ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে বলে, যে নির্দিষ্ট কোন মতবাদ বা ধর্মের দিকে আহ্বান করে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম দাঈ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

"হে আমার কওমরে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাঈর ডাকে সাড়া দাও, তাঁর প্রতি ঈমান আন। তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন।" (সূরা আহক্বাফ- ৩১)

মাদ'ঊ কাকে বলে?

মাদ'ঊ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে বলে, যার কাছে দা'ওয়াত পেশ করা হয়।

ইলমুদ্ দা'ওয়াহ্ কাকে বলে?

এটি শরীয়তের একটি বিদ্যার নাম, যাতে পাঠ দান করা হয়- দা'ওয়াতের ইতিহাস ও তার মূল নীতি সম্পর্কে এবং জ্ঞান দান করা হয়- তার পদ্ধতি, নিয়ম নীতি, উপকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে।

ইলমে দা'ওয়াহ্‌র সূচনাঃ

যখন থেকে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও তার আমল শুরু হয় তখন থেকেই ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মানুষের মাঝে আল্লাহর পথের দাঈ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পড়ে শোনালেন, তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমত (সুন্নাহ্) শিক্ষা দান করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অর্থাৎ: “তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। যদিও ইতোপূর্বে তারা সস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।” (সূরা জুমআ-২)
এরপর সম্মানিত ছাহাবায়ে কেরাম এর অনুসরণ করেন, এই আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তৎপর হন। তারপর এলেন সঠিকভাবে তাঁদের অনসুরণকারী তাবেঈগণ। তাঁরাও সুচারু রূপে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর তাদের অনুসরণ করলেন প্রজম্মের পর প্রজম্ম। তারা ইসলামের প্রচার করলেন এবং প্রত্যেক মুবাল্লেগ দ্বীনের তাবলীগ করলেন।

এরপর এল মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক যারা উক্ত বৈশিষ্ট সমূহ বিনষ্ট করল। এসকল ওয়াজিব বিষয়ের অনেক কিছু থেকেই গাফেল হয়ে গেল। তাদের থেকে একদল বের হল, যারা ইলম থেকে আমলকে পৃথক করে দিল। আরেক দল না জেনেই আমল করা শুরু করে দিল। এতে দা’ওয়াহ্ বাধাগ্রস্থ হল। তার অনেক তৎপরতা, মৌলিকতা ও সজিবতা হারিয়ে গেল। বিশেষ করে ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তির পর তা আরো প্রকট হয়ে উঠে।
অত:পর কতিপয় মুসলমান তাদের গাফলতী থেকে সতর্ক হয়। তাদের দিকে ধেয়ে আসা বিপদের ভয়াবহতা আঁচ করতে পারে। ফলে এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে দা’ওয়াতী কাজের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তখন প্রয়োজন হয় একটি বিদ্যার যা ইলমুদ্ দা’ওয়া নামে পরিচয় লাভ করে। যার ভিত্তি হয় কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক জ্ঞান ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতির উপর। আর যা মুসলামানদেরকে তাদের প্রকৃত দায়িত্বের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। যে কথা আল্লাহ্ বলেছেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه

অর্থ: “তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখবে।” (সূরা আল ইমরান- ১১০)

তারপর দা’ওয়াতের উপর বিভিন্ন কিতাব রচনা করা হয়। দা’ওয়াতের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যা বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের নামে পরিচিতি লাভ করে। আর তখন এই ইলমে দা’ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা আরো সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। কেননা দাওয়াতী কাজের নীতির ক্ষেত্রে কতিপয় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, তার মূলনীতির মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে, পদ্ধতি ও উপকরণের ক্ষেত্রে ভুল ও দুর্বলতা ধরা পড়ে।

দা’ওয়াতের বিধান:

দা’ওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফরয। এব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য হয়েছেন। কিন্ত তা কোন ধরণের ফরয সে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন: উহা ফরযে আইন বা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। আর কেউ বলেছেন: উহা ফরযে কেফায়া তথা কোন মানুষ আদায় করলে অন্যরা তার দায় মুক্ত হবে।

প্রথম দল: তারা নিম্ন লিখিত দলীল সমূহ পেশ করেন:

১) আল্লাহ্ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ

অর্থ: "তোমাদের প্রত্যেকেই এমন জাতি হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আল ইমরান- ১০৪) এখানে (من) শব্দটি বর্ণনার উদ্দেশ্যে এসেছে কতক বুঝানোর জন্য নয়। আর এ অর্থ নেয়া হয়েছে অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে সুতরাং প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপর দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয।

২) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ: "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখবে।" (সূরা আল ইমরান- ১১০) এ আয়াতে মুসলিম জাতির পরিচয়ের জন্য দা'ওয়াতী কাজকেই বড় আলামত রূপে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং উহা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয কাজ।

৩) রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) বলেন:

(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) (رواه مسلم وأصحاب السنن)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন গর্হিত বিষয় দেখে, তবে সে যেন তা স্বীয় হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে তার যবান দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটা হল সব চাইতে দুর্বল ঈমান। (মুসলিম ও সুনান গ্রন্থ) এখানে (مَنْ) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, যা সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করে।

৪) রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) আরো বলেন:

(ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) [رواه البخاري]

অর্থ: "উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট যেন (ইসলামের বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা হতে পারে উপস্থিত ব্যক্তি এমন লোকের কাছে বিষয়টি পৌঁছাবে যে তার চাইতে সে ব্যাপারটি অধিক মনে রাখতে পারবে। (ছহীহ বুখারী)

দ্বিতীয় দল: তারা নিম্ন লিখিত দলীল সমূহ পেশ করে থাকেন:

১) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে একটি দল হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সূরা আল ইমরান- ১০৪)

এখানে (مِنْ) শব্দটি কতক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার প্রমাণ নিম্ন লিখিত দলীল সমূহ।

২) আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

অর্থ: "মু'মিনগণ সবাই একসঙ্গে বের হয়ে যাবে এটা সঙ্গত নয়। তাদের মধ্যে থেকে (প্রতিটি গোত্র থেকে) কিছু কিছু লোকের সমন্বয়ে একটি দল দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয় না কেন? যাতে করে তারা তাদের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে; যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায়।" (সূরা তওবাহ্- ১২২)

৩) তাছাড়া সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কাজ করতে গেলে যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হয়। আর তা অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য সম্ভব নয়। সুতরাং একাজ করা তারই উপর ওয়াজিব হবে যার মধ্যে উক্ত শর্ত পাওয়া যাবে, তখন অন্যরা পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত:

প্রাধান্যযোগ্য মত হল প্রথমটি। অর্থাৎ দা'ওয়াতী কাজ করা ফরযে আইন তথা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। আর তা হল তার পরিসর ও সাধ্যানুযায়ী। (والله أعلم)

আর দ্বিতীয় মতের পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহের জবাব হল: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: ....وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ এর মধ্যে (مِنْ) শব্দটি কতক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং উহা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল: তোমাদের প্রত্যেকেই......। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ অর্থ: "তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" (সূরা হজ্জ- ৩০) অর্থাৎ সকল ধরণের মূর্তি থেকে দূরে থাক। ইবনু কাছীর (রা:) ....وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হল, এ জাতির মধ্যে এমন একটি দল থাকবে যারা দা'ওয়াতের কাজে সার্বিকভাবে নিয়োজিত থাকবে। যদিও জাতির প্রতিটি ব্যক্তির উপর সাধ্যানুযায়ী এ কাজ করা ফরয। যেমনটি হাদীছে এরশাদ হয়েছে:

(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (رواه مسلم وأصحاب السنن)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন গর্হিত বিষয় দেখে, তবে সে যেন তা স্বীয় হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে তার যবান দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে। আর এটা হল সব চাইতে দুর্বল ঈমান।" (মুসলিম ও সুনান গ্রন্থ)
তাছাড়া প্রথম মতের পক্ষে আরো দলীল হল: রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি। তাঁরা সবাই ইসলামের শিক্ষা ও শিষ্টাচারের প্রতি মানুষকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। রাত দিন রত থেকে কখনো তা থেকে তাঁরা বিরত থাকেন নি। আল্লাহ্ বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي .

অর্থ: "বলুন! ইহাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীগণ বুঝে শুনে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকি।" (সূরা ইউসূফ- ১০৮) যখন মক্কা তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং মক্কাবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন, তখন বিস্তীর্ণতা খুঁজে পেলেন মদীনায়। ফলে মুসলামনদেরকে নির্দেশ দেয়া হল মদীনায় হিজরত করার, যাতে করে সেখানে তাঁরা দা'ওয়াত পৌঁছাতে পারেন, নিজেদেরকে একত্রিত করতে পারেন। একারণে ঈমানদারদের মধ্যে যারা হিজরত করে নি কুরআন তাদেরকে তিরস্কার করেছে। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

অর্থ: "নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ফেরেস্তাগণ তাদের মৃত্যুর সময় বলবেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে পৃথিবীতে আমরা দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছিলাম। তখন তাঁরা বলবেন, আল্লাহ্র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে পারতে? এ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর কতই না খারাপ আবাসস্থল।" (সূরা নিসা- ৯৭)

যদি দা'ওয়াতী কাজ শুধু কতিপয় লোকের উপরই ফরয হত তবে নবী (ছা:) এবং কিছু মুসলমানের হিজরত করাই যথেষ্ট ছিল।

সুতরাং দা'ওয়াতী কাজ করা সবার উপর ফরয। আর এতে উম্মতের সবাই একমত। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট স্থানে ও কর্মে থেকে তার সাধ্যানুযায়ী দা'ওয়াতী কাজ করতে পারবে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার, সন্তান, স্ত্রীকে.... ইসলামের রশীকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকার দা'ওয়াত দিতে পারে, তার ফরয-ওয়াজিব ও শিক্ষা-দীক্ষা মেনে চলার আহবান করতে পারে। নিজ কর্ম, ব্যবসা ও পেশায় থেকে দা'ওয়াতী কাজ করতে পারে।

দা'ওয়াতের গুরুত্ব:

১) ইহা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক, খানা-পিনার আবশ্যকতার মতই। কেননা মানুষ শরীর ও আত্মা দ্বারা গঠিত। আর উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে খাদ্যের। শরীরের খাদ্য তো হল জিবীকা বা খানাপিনা, যা যমীন থেকে অনুসন্ধান করার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি বলেন:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থ: "তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে রেখেছেন। কাজেই তোমরা তার দিগ্‌দিগন্তে চলাফেরা করতে থাক এবং তাঁর প্রদত্ব উপজীবিকা ভক্ষণ করতে থাক। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকটে।" (সূরা মুলক- ১৫)

আর আত্মার খাদ্য হল হেদায়াত তথা সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দান করেছেন, তাঁর অহী ও প্রমাণ পঞ্জিসহ আমাদের কাছে নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থ: "আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট আলোকবর্তিকা ও সুস্পষ্ট কিতাব সমাগত হয়েছে। আল্লাহ্ তা দ্বারা সেই লোকদেরকে শান্তির পথে হেদায়াত দান করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাদেরকে তিনি স্বীয় অনুমতিক্রমে (কুফুরের) অন্ধকার থেকে (ইসলামের) আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা মাইদাহ্- ১৫-১৬) সুতরাং দা'ওয়াত প্রত্যেক মানুষের জন্য জরুরী বিষয়। উহা তার আত্মাকে খাদ্য প্রদান করে এবং তার জীবনকে সুস্থির ভাবে প্রস্তুত করে।

আল্লাহ্ আরো বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও- যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন এমন বিষয়ের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। (সূরা আনফাল- ২৪)

২) মানুষ বিবেক এবং প্রবৃত্তি দ্বারা গঠিত। তার বিবেক অনেক কিছুর হাক্বীকত সম্পর্কে জানতে অপারগ। আর তার প্রবৃত্তিও তাকে অনেক সময় সত্যের বিপরীত চলতে তাড়িত করে। আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي

অর্থ: "আমি আমার আত্মাকে পবিত্র মনে করি না। নিশ্চয়ই আত্মা কুকর্মপ্রবণ; কিন্তু আমার প্রতিপালক যাকে অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা ইউসূফ- ৫৩)

তাই হেদায়াতের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরী। যাতে করে তা বিবেককে সঠিক পথের নির্দেশনা দান করতে পারে এবং বিভ্রান্তি ও দুভার্গ্য থেকে রক্ষা পায়।

৩) কল্যাণের কাজ নিজে নিজেই চলতে পারে না। কেননা উহা একটি নির্দেশনা যা বহণ করবে ও বাস্তবায়ন করবে সৃষ্টির কেউ। তাই আবশ্যক হল এমন লোকের যে হবে নির্দেশনা দানকারী, আহবানকারী, আল্লাহ্‌র সৈনিক ও তাঁর দলভূক্ত। আল্লাহ্ বলেন:

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: "এরাই হল আল্লাহ্‌র দলের লোক। জেনে রেখো আল্ল্যর দলের লোকেরাই সফলকাম।" (সূরা মুজাদালা- ২২) আল্লাহ্‌ আরো বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي .

অর্থ: "বলুন! ইহাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীগণ বুঝে শুনে আলাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকি।" (সূরা ইউসূফ- ১০৮)

৪) মানুষ সৎ আমল ও অসৎ আমল করে থাকে। পুনরুত্থানের পর ক্বিয়ামত দিবসে সে সব আমলের হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা আছে। তাই ঐ সময় নাজাতের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় কোন ব্যক্তি বা জাতির হিসাব নিবেন না যে পর্যন্ত দা'ওয়াত তাদের কাছে না পৌঁছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: "কোন রাসূল প্রেরণ করা পর্যন্ত আমি কাউকে আযাব দিব না।" (সূরা বানী ইসরাঈল- ১৫) এই কারণে দা'ওয়াত হল একটি জরুরী কাজ, যাতে করে মানুষ সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র হিকমত প্রকাশ লাভ করে, মানুষের জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং দুনিয়া-আখেরাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইনছাফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৫) নবুওতী যুগের পর হতে এখন পর্যন্ত মানুষকে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান দান করা এবং বিভ্রান্তি থেকে হেদায়াতের নির্দেশনা দান করা অপরিহার্য। কেননা প্রত্যেক যুগেই তো এমন লোকের সমাগম হয়েছে যারা পথভ্রষ্ট, সীমালঙ্ঘনকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। এদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়া, তাদের অনিষ্ট থেকে সতর্ক করা ও বাতিলকে উম্মোচণ করা আবশ্যক। তাই ওয়াজিব হল এমন কিছু লোকের অস্তিত্ব, যারা ইসলাম এবং মুসলামদের উপর অর্পিত এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মুকাবেলা করবে, যাতে করে সব কিছু পরিশুদ্ধ হয়- সার্বিক জীবন সুখ সাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে।

দা'ওয়াতী কাজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য:

১) ইসলামের নেতৃত্ব লাভ।
২) বাস্তব জীবনে ইসলামের প্রকাশ লাভ।
৩) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ।
৪) মানুষকে পরিচালনা করা।
৫) ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

প্রশ্নমালাঃ

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর সংজ্ঞা লিখঃ
আদ্ দাওয়া, আদ্ দাঈ, আল মাদঊ, ইলমুদ্ দা'ওয়া।

২) ইলমুদ্ দাওয়ার সূচনা কিভাবে হয়? সংক্ষেপে লিখ।

৩) দা'ওয়াতের বিধান সম্পর্কে মতবিরোধ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। প্রত্যেক মতের পক্ষে দুটি করে দলীল উল্লেখ করে প্রাধান্যযোগ্য মত কোনটি উল্লেখ কর।

৪) মানুষের জীবনে দা'ওয়াত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষত্রে তিনটি দিক উল্লেখ কর।

৫) দা'ওয়াতী কাজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।

দা’ওয়াতের মূলনীতি

দা’ওয়াতের উৎস:

দাঈ স্বীয় দা’ওয়াতী কাজের নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করবে নিম্ন লিখিত কয়েকটি উৎস থেকে:

১) আল কুরআনুল কারীম। কোন দাঈর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে পবিত্র কুরআনই সঠিক গ্রন্থ যাতে কোন ত্রুটি নেই, কুরআনই হল হক যা কোন বাতিল নিয়ে আসে না। তাই সে তাতে পাবে এমন আক্বীদা-বিশ্বাসের কথা যা ফিৎরাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাতে পাবে উন্নত জীবনের নিয়ম-নীতি। দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ইতিহাস, নবী রাসূলদের (আ:) জিহাদের কথা। যাতে করে সে নিজেকে মজবুত ভিত্তিতে প্রস্তুত করতে পারে।

২) সুন্নাতে নববী। প্রত্যেক দাঈ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর পন্থা অনুসরণ করার ব্যাপারে নির্দেশিত। অনুসরণ হবে তাঁর দা’ওয়াতের ক্ষেত্রে, ধৈয্য-সহিষ্ণুতা, হিকমত তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে। কেননা দা’ওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ এবং তার নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই নীতি হল বাস্তব এবং জীবন্ত ব্যাখ্যা।

৩) সালাফে ছালেহীনের জীবন চরিত। তাঁরা হলেন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর ছাহাবী (রা:) এবং উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণকারীগণ (তাবেঈ)। তাঁরা নিজেদের জান ও মাল আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা জ্ঞানের সাথে ছওয়াবের আশায় আল্লাহ্র পথে মানুষকে দা’ওয়াত দিয়েছেন।

৪) ইসলামের প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম ও দাঈদের অভিজ্ঞতা। তাঁরা আল্লাহ্র কিতাবকে বাস্তবায়নকারী, হাদীছ এবং সুন্নাতকে সংরক্ষণকারী। তাঁরা নিজেদেরকে দ্বীনের খিদমত, সঠিক নীতিকে বাস্তবায়ন এবং তার পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য নিজেদেরকে বিসর্জন দিয়েছেন।

দা’ওয়াতের রুকন বা স্তম্ভ সমূহ:

রুকন বলতে সে সমস্ত অংশ উদ্দেশ্য যা দা’ওয়াতের প্রকৃত রূপকে বুঝায় এবং যা ছাড়া দা’ওয়াত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর তা হল: ৩টি।

প্রথম রুকন: দাঈ

সংজ্ঞা:

দাঈ সেই ব্যক্তিকে বলে যে দা’ওয়াতের কাজ করে, ইসলাম এবং তার শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং তার বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা করে। আল্লাহ্ বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

অর্থ: “হে নবী, আমি অবশ্যই আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দাঈ রূপে ও উজ্জল প্রদীপরূপে। (সূরা আহযাব- ৪৫-৪৬)

দাঈর গুরুত্ব:

ক) দা’ওয়াতের বিষয়ের দিক থেকে দাঈর গুরুত্ব: ‘দাঈ’ আল্লাহ্ তা’আলার দিকে দা’ওয়াত দেয়, তাঁর রেযামন্দি ও জান্নাতের প্রতি আহবান জানায়। আল্লাহ্ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: “সেই ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্‌র দিকে দা’ওয়াত দেয় ও সৎ আমল করে এবং বলে যে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।” (সূরা আল মুমিন- ৩৩)

খ) কর্মগত দিক থেকে দাঈর গুরুত্ব: দাঈর কাজ হল সর্বোত্তম কাজ। কেননা উহা হল নবী-রাসূলদের (আ:) কাজ।

গ) দা’ওয়াতী কাজের প্রতিদান ও ছওয়াবের দিক থেকে দাঈর গুরুত্ব: আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর প্রতি আহবানকারীদেরকে বিরাট প্রতিদানের অঙ্গিকার দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) বলেন:

(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) [رواه مسلم]

অর্থ: “যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে দা’ওয়াত দিবে, সে তার অনুসরণকারীর প্রতিদান পরিমাণ প্রতিদান পাবে। এতে তাদের (অনুসরণকারীদের) প্রতিদানকে কিছু মাত্র হ্রাস হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে আহবান করবে, সে তার অনুসরণকারীদের গুনাহ্ পরিমাণ গুনাহের অধিকারী হবে। এতে তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপ কিছু মাত্র কম করা হবে না।” (ছহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (ছা:) আরো বলেন:

(فوالله لان يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم) [متفق عليه]

অর্থ: “আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তোমার দ্বারা যদি একজন লোককে হেদায়াত করেন, তবে লাল উট পাওয়ার চাইতে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

দাঈর গুণাবলী:

১) দাঈ যে কথার দিকে আহবান করবে তার প্রতি সে নিজে পূর্ণ ঈমান রাখবে এবং তার পর দৃঢ় পদ থাকবে। আল্লাহ্ বলেন:

يَايَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

অর্থ: “হে ইয়াহ্ইয়া! এ কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।” (সূরা মারইয়াম- ১২) দা’ওয়াতের পথে রাসূলুল্লাহ্ (ছা:)এর দৃঢ়তা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যা সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দের

উর্ধে ছিল। যখন কুরায়শ কাফেরগণ দা'ওয়াতী কাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন:

(أترون هذه الشمس؟ قالوا :نعم . قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تستشعلوا لي منها شعلة) [رواه الهيثمي و أبو يعلى] .

অর্থ: "তোমরা কি এই সূর্য দেখতে পাচ্ছ? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমরা যদি এই সূর্য থেকে আমাকে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জালিয়ে দাও তবুও আমি দা'ওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করতে সক্ষম নই।" (হায়ছামী ও আবু ইয়ালা)

২) আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবে। যাতে করে তাঁর থেকে সাহায্য ও তাওফীক পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র জন্য নিয়তকে খালেছ ও একনিষ্ঠ করবে, অধিক হারে তাঁর ইবাদত ও যিক্‌র করবে, বিভিন্ন ধরণের নফল ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করবে, সব ধরণের নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দুরে থাকবে। যাতে করে আল্লাহ্‌ তাঁর সকল বিষয়কে সহজ করে দেয়ার জন্য দায়িত্ব নিয়ে নেন। হাদীছে কুদছীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

(وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذ بي لأعيذنه .....) [رواة البخاري] .

অর্থ: "বান্দা আমার নৈকট্য হাছিলের জন্য নফল ইবাদত বেশী করে করতে থাকবে, এমনকি আমি তাকে ভালবেসে নিব। যখন তাকে ভালবাসব, তখন আমিই তার শ্রবণ শক্তি হয়ে যাব যা দিয়ে সে শোনে থাকে, তার দৃষ্টি হয়ে যাব যা দিয়ে সে দেখে থাকে, তার হাত হয়ে যাব যা দিয়ে সে ধরে থাকে, তার পা হয়ে যাব যা দিয়ে চলে থাকে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছুর প্রার্থনা করে অবশ্যই আমি তাকে তা প্রদান করব। যদি আমার কাছে কোন কিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করব।" (বুখারী)

৩) দাঈ যে বিষয়ে দা'ওয়াত দিবে সে সম্পর্কে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হবে। আল্লাহ্‌ বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي

অর্থ: "আপনি বালুন, ইহাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিয়ে থাকি।" (সূরা ইউসুফ- ১০৮) দেখনা এই অজ্ঞ আবেদ ব্যক্তি কি ব্যবহার করেছে- সেই ব্যক্তির সাথে যে নিরানব্বই জন লোককে খুন করেছিল, তারপর এসেছিল তার কাছে তওবা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য....। (বুখারী ও মুসলিম)

৪) ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং সঠিক আচরণের উপর দৃঢ় থাকা। এমন দাঈর মধ্যে কোনই মঙ্গল নেই যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না। দাঈদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ

যে দোষ পরিলক্ষিত হয় তা হল, তাদের ইলম থেকে আমলের বিচ্ছিন্নতা। আল্লাহ্ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন? আল্লাহ্র কাছে বড়ই ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা যা কর না তা বলবে। (সূরা ছাফ- ২-৩) হাদীছে আছে:

(يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق أقتاب بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ؟ فيقول بلى ، كنت آمر بالمعروف و لا آتيه وأنهي عن المنكر وآتيه) [متفق عليه]

অর্থ: "ক্বিয়ামত দিবসে জনৈক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাতে তার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে আসবে, তারপর তার চতুর্পাশে সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা যাঁতার চতুর্পাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীগণ তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে: ওহে উমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি না সৎকাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে: হ্যাঁ, আমি সৎকাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে আমি তা করতাম না। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫) দা'ওয়াতের পরিবেশ, প্রেক্ষাপট, তার স্থান এবং যুগের চাহিদা সম্পর্কে দাঈর পূর্ণ জ্ঞান থাকা। মাদ'উ তথা মানুষের স্বভাব পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা। এ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা তৈরী করবে, কোনটি প্রথমে তা নির্ধারণ করবে এবং একটি অন্যটির সাথে তুলনা করবে।

৬) দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে হিকমত অবলম্বন করা। যাদের কাছে দা'ওয়াত নিয়ে যাবে তাদের সামনে উপযুক্ত ও সুন্দর পন্থায় দা'ওয়াত উপস্থাপন করবে। প্রত্যেকটি বিষয় যথাস্থানে ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: "তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমতের সাথে এবং উত্তম নছীহতের মাধ্যমে। এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর।" (সূরা নাহাল- ১২৫)

৭) সর্বোত্তম আচরণে নিজেকে ভূষিত করা। কেননা দাঈর সাথে মানুষের সম্পর্কের জন্য উত্তম আচরণ হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ: “এবং নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।” (সূরা ক্বলম- ৪)

এবং আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নবী (ছা:)এর নিকট উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব এভাবে তুলে ধরেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অর্থ: “নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাদের প্রতি বিনম্র হয়েছেন। আপনি যদি কঠিন ও পাষাণ-হৃদয় হতেন তবে নিশ্চয়ই তারা আপনার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাদের উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। অত:পর আপনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তার জন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর উপর নির্ভরশীল বান্দাদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল্-ইমরান- ১৫৯) সুতরাং দাঈর উপর ওয়াজিব হল, সর্বোত্তম চরিত্রে নিজেকে সুসজ্জিত করা এবং খারাপ আচরণ থেকে নিজেকে হেফাযত করা। কেননা জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান হাছিল করা যায় আর ধৈর্যশীলতার অনুশীলনের মাধ্যমে ধৈর্য্য অর্জিত হয়। উত্তম চরিত্রের অনেক দিক রয়েছে- প্রত্যেকটি দিক অর্জন করার জন্য প্রত্যেক দাঈর প্রচেষ্টা করা উচিত।

৮) সকল মুসলিম সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে। তাদের বাহ্যিক আচরণের দেখে তাদের উপর হুকুম লাগাবে। আর তাদের গোপন বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা’আলার উপর সোপর্দ করবে। আল্লাহ্ বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা পাপজনক।” (সূরা হুজুরাত- ১২)

হাদীছে এরশাদ হচ্ছে:

(إياكم والظن فإن الظن أكذب الحدث) [متفق عليه]

অর্থ: “তোমরা ধারণা করা থেকে সাবধান থাকবে। কেননা ধারণা সবচেয়ে মিথ্যা কথা।” (বুখারী ও মুসলিম) তবে মানুষের উপর ভাল ধারণা রাখার অর্থ এ নয় যে তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, তাদের ভুলক্রুটি থেকে চুপ থাকবে। এমনিভাবে সতর্কতাও ভাল ধারণার বিপরীত নয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তোমদের শত্রু রয়েছে। অতএব তাদের থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে।” (সূরা তাগাবুন- ১৪)

৯) মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে ইহলোক ও পরলোকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা নূর- ১৯)

হাদীছে বলা হয়েছে:

(لا يستر عبد عبداً في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة) [رواه مسلم]

অর্থ: "দুনিয়াতে যে বান্দা অপর কোন বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।" (মুসলিম) একজন দাঈর দা'ওয়াতী কাজ হল একজন ডাক্তারের মত। ডাক্তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক গোপন বিষয় অবলোকন করে। কিন্তু তার উপর ওয়াজিব হল উহা গোপন রাখা এবং বাইরে প্রকাশ তা না করা।

১০) যখন মানুষের সাথে মিলামিশা করার পরিবেশ থাকবে তখন তাদের সংস্পর্শে যাবে। যখন তাদের থেকে দূরে থাকাই ভাল মনে হবে তখন তাদের থেকে দূরে থাকবে। কেননা দাঈর কাজের মধ্যে আবশ্যিক বিষয় হল সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে যাওয়া, তাদের সাথে মেশা। যাতে করে তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহবান করতে পারে, সাৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

অর্থ: "যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহ নিয়ে নিরর্থক আলোচনায় লিপ্ত হয়, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়।" (সূরা আনআম- ৬৮)

হাদীছে এসেছে:

(المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) [رواه أحمد والترمذي ابن ماجه]

অর্থ: "যে মু'মিন মানুষের সাথে মেশে এবং তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে সে ঐ মু'মিনের চেয়ে উত্তম যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের কষ্টের উপর ধৈর্য অবলম্বন করে না।" (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্) রাসূলূল্লাহ্ (ছা:) বার্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম বণী ইসরাঈলের মধ্যে যে দিক দিয়ে ত্রুটি অনুপ্রবেশ করে, তা ছিল খারাপ কাজে লিপ্ত এবং পাপীদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে কোন নিয়ম মেনে না চলা।

বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টি গোপন নয় যে, একজন ডাক্তার কোন রুগীর চিকিৎসা করার সময় কি রকম সতর্কতা অবলম্বন করে। কেন? যাতে করে উক্ত রোগ তাকেও স্পর্শ না করে।

১১) মানুষকে তাদের প্রাপ্য মর্যদা প্রদান করা। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান করা। হাদীছে এসেছে:

(أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم) [رواه أبو داود]

অর্থ: "রাসূলূল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন মানুষকে তাদের নির্দিষ্ট মর্যদা প্রদান করতে।" (আবূ দাউদ। অবশ্য হাদীছটি যঈফ) আবূ মূসা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(إن من إجلال الله تعالى، إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط) [رواه أبو داود]

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও মহত্বের অন্তর্গত হল, বৃদ্ধ মুসলিম ব্যক্তি, কুরআন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না এবং তার সাথে রূঢ় আচরণ করে না এরূপ (কুরআন) ধারণকারীকে সম্মান করা এবং ন্যায়বিচারকারী শাসককে সম্মান করা।" (আবূ দাউদ) সুতারং দাঈর উপর আবশ্যক হল, মানুষের অবস্থা, তাদের পর্যায়, জ্ঞান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে পারস্পরিক পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

১২) অন্য দাঈদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা, তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা এবং একে অপরকে নছীহত করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ: "তোমরা পরস্পরকে সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না।" (সূরা মায়েদাহ্- ২) হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

(الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) [رواه مسلم]

অর্থ: "ধর্ম হল উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের জন্য।" (মুসলিম) সুতরাং এ শিষ্টাচারের ভিত্তিতে দা'ওয়াতী কাজ- দাঈদের মাঝে ভালবাসা গভীর করবে, পরস্পরের মাঝে কুধারণা দূর করবে।

দ্বিতীয় রুকন: মাদঊ বা দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি

মাদঊ কাকে বলে?

যার কাছে দা'ওয়াত পেশ করা হয় তাকেই মাদঊ বলে। চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের। পুরুষ হোক বা নারী। তবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হল নিকটতম ব্যক্তিগণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

অর্থ: "এবং আপনার নিকটতম ব্যক্তিদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন।" (সূরা শুআরা- ২১৪) দাঈর জন্য সবচাইতে নিকটতম ব্যক্তি হল তার নিজের নফস। আল্লাহ্ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

অর্থ: "নিশ্চয় যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং নিজেকে কুলষিত করে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।" (সূরা আশ্ শামস- ৯-১০) তারপর হল, দাঈর পরিবার-পরিজন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (সূরা তাহরীম- ৬) তারপর হচ্ছে অপরাপর নিকটাত্মীয়গণ, তারপর হল প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোকেরা।

অনেক দাঈ আছে যারা দূরের লোকদের দা'ওয়াতের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে অথচ নিজের আত্মীয় স্বজনের কথা ভুলে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থ: "তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না।" (বাক্বারা- ৪৪)

মাদঊর হক্ব:

দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির যেমন কতগুলো দাবী আছে। তেমন কতিপয় ওয়াজিব বিষয় আছে তার উপর। সম্ভবত মাদঊদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হক্ব হল- তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হবে, তাদের কাছে দা'ওয়াত পেশ করা হবে, তাদের কাছে দাঈ প্রেরণ করা হবে। তাদের জন্য দা'ওয়াত যেন হঠাৎ করে না হয় বা যেমন তেমন করে না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কাছে রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন একদিকে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করার জন্য, অন্য দিকে তাদের উপর দলীল কায়েম করার জন্য। যাতে করে আল্লাহ্ কোন জাতিকে আযাব না দেন তাদের উপর দলীল প্রমাণ না পঠিয়েই। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: "রাসূল না পাঠিয়ে আমি কোন জাতিকে আযাব দেই না।" (সূরা বাণী ইসরাঈল- ১৫)

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিকটাত্মীদেরকে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে দূরের লোকদেরকে ভুলে যান নি। এমনিভাবে নেতৃবৃন্দকে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে বিমুখ হন নি। ইজতেহাদের ভিত্তিতে এরূপ কিছু ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করেছেন:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

অর্থ: "তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন এই কারণে যে, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ তার কল্যাণে আসত।" (সূরা আবাসা- ১-৪) এরপর থেকে তাঁর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে এরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি যে তিনি কাউকে দূরে রেখেছেন। এমনকি হজ্জের মওসুমে যখন খাযরাজ গোত্রের ছয়জন লোক মাথা মুন্ডানোতে লিপ্ত ছিল, তখন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা উক্ত অবস্থায় ছিল বলে তিনি তাদের থেকে দূরে থাকেন নি। তাদের কাছে গিয়েছেন এবং স্বীয় দা'ওয়াত পেশ করেছেন। ফলে তারাই ছিল বায়আতে আকাবার প্রথম বীজ। অথচ সে সময় অনেক মানুষ এবং অনেক নেতৃবৃন্দ তাঁর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

মাদঊর দায়িত্ব:

মাদঊর উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হল সত্যের ডাকে সাড়া দেয়া। সুতরাং হকের ডাকে সাড়া দিতে যেন কোন বাধাদানকারী তাকে বাধা না দেয়। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: "মু'মিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যে, যখনই তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।" (সূরা- নূর- ৫১)

মাদঊদের প্রকারভেদ:

মানুষের প্রকারভেদ সম্পর্কে শরীয়তের বাণী সমূহ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তারা মূলত: দুভাগে বিভক্ত:

১) মুসলিম ও মু'মিনগণ। যাদেরকে বলা হয়: أُمَّةُ الاسْتِجَابَةْ বা দা'ওয়াত গ্রহণকারী জাতি।

২) কাফের জাতি। যাদেরকে বলা হয়: أُمَّةُ الدَّعْوَةِ বা দা'ওয়াতকৃত জাতি।

প্রথম প্রকার আবার দু'ভাগে বিভক্ত:

১) ইসলামের হেদায়াত প্রাপ্ত, কিন্তু আক্বীদার দিক থেকে বিভ্রান্ত।

২) দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে শক্তিশালী বা দুর্বল মুসলমান। এরা তিনভাগে বিভক্ত: ক) সৎ কাজে প্রতিযোগিতাকারী, তারা হল সৎকর্মশীল ব্যক্তি। খ) নিজেদের উপর

যুলুমকারী, তারা হল ফাসেক ও পাপী ব্যক্তি। গ) মধ্যপন্থী, তারা হল আগের দু'প্রকারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ব্যক্তি। এ তিন দলের পরিচয়ে আল্লাহ্ বলেন:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থ: "অত:পর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে।" (সূরা ফাতের- ৩২) একারণে উল্লেখিত প্রকারগুলোর কতকের মধ্যে কাফের ও মুনাফেকদের কোন কোন গুণাবলী ও কর্ম দেখা যায়। যদিও তারা ইসলাম থেকে বহিস্কার না হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক প্রকারকে তাদের অবস্থানুযায়ী দা'ওয়াত দিতে হবে। সুতরাং সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে সৎকাজ বেশী করে করার প্রতি আহবান করতে হবে, যুলুমকারীকে তার পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসার জন্য দা'ওয়াত দিতে হবে। এমনিভাবে আক্বীদা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিতে পতিতদেরকে তাদের আক্বীদাহকে বিশুদ্ধ করার প্রতি আহবান জানাতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার আবার কয়েকভাবে বিভক্ত:

১) অস্বীকারকারী, নাস্তিক। যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে। যেমন প্রকৃতীবাদীদের অবস্থা। আল্লাহ্ বলেন:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

অর্থ: "তারা বলে আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই (যুগ) আমাদেরকে ধ্বংস করে।" (সূরা জাছিয়া- ২৪) এরকমই অবস্থা কমুনিষ্টদের যারা বলে: "কোন মা'বুদ নেই। দুনিয়াটাই আসল জীবন।"

২) মূর্তী পুজক মুশরিক। যারা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে অংশী (শির্ক) করে বিশ্বাস ও ইবাদতে। যেমন আরবের মুশরিকগণ এবং অপরাপর মূর্তি পূজকগণ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: "যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমারা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা যুমার- ৩)

উল্লেখিত দু'প্রকার হতে পারে মূল কাফের অর্থাৎ সে কুফুরী, অস্বীকার ও মূর্তী পুজার উপর প্রতিপালিত হয়েছে। অথবা হতে পারে সে মুরতাদ কাফের। অর্থাৎ সে মুসলমান ছিল কিন্তু ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে।

৩) আহলে কিতাব। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ যারা ঈমান আনে নি। পূর্ববর্তী কিতাবের (তাওরাত ও ইঞ্জিল) সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার কারণে তাদেরকে আহলে কিতাব বা কিতাবধারী বলা হয়। তাদের মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে এ নামে পরিচিত করা হয়েছে, যদিও তাদের অনেকে শির্ক ও মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছে।

৪) মুনাফেক। যারা অন্তরে কুফুরী রেখে বাইরে ইসলামের কথা প্রকাশ করে। এরা হল সবচেয়ে ভয়ানক। কেননা তাদের বিষয়টি মানুষের কাছে অস্পষ্ট এবং ধোকাপূর্ণ। একারণে অন্যদের চাইতে তাদের শাস্তি অনেক বেশী। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

অর্থ: "নিশ্চয় মুনাফেকগণ জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। আর তাদের জন্য কখনই কোন সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা নিসা- ১৪৫)

উল্লেখিত প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা বিধান আছে। সবাইকে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং শির্ক ও কুফুরী পরিত্যাগ করার জন্য আহবান করতে হবে।

তৃতীয় রুকন: দা'ওয়াতের বিষয় বস্তু

সংজ্ঞা:

দা'ওয়াতের বিষয় বস্তু হল ইসলাম যার দিকে মানুষকে আহ্বান করা হয় এবং তার মূলনীতি ও মূল্যবোধ। এ বিষয় তিনটি দিককে শামিল করে:

১) আক্বীদার দিক। এর রূপ হল ঈমান এবং তার ছয়টি রুকন। আর এর অন্তর্ভূক্ত হল আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত সকল বিষয় যা নিয়ে ইসলাম আগমণ করেছে।

২) শরীয়তের দিক। এর রূপ হল ইসলামের পাঁচটি রুকন। এর অন্তর্ভূক্ত হল শরীয়তের যাবতীয় হুকুম আহকাম। চাই তা ব্যক্তি সম্পর্কিত হোক বা পারিবারিক বা সাধারণ বিষয় হোক।

৩) চারিত্রিক দিক। এর রূপ হল সম্মানিত চরিত্র সমূহ, সর্বোত্তম গুণাবলী সমূহ এবং সঠিক আচরণ সমূহ যা নিয়ে ইসলাম আগমণ করেছে।

প্রশ্নমালাঃ

১) যে সকল উৎস থেকে দাঈ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করবে তা উল্লেখ কর?
২) দা'ওয়াতের রুকন তিনটি। তা উল্লেখ কর?
৩) দাঈ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট বিরাট প্রতিদানে ভূষিত হবে। এক্ষেত্রে একটি দলীল উল্লেখ কর।
৪) দাঈর মধ্যে যে সকল গুণাবলী থাকা জরুরী তম্মধ্যে চারটি দলীলসহ উল্লেখ কর।
৫) দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কে সবচাইতে বেশী হকদার। দলীলসহ উল্লেখ কর।
৬) মাদঊর হক কি কি? এবং তার উপর কি কি করা ওয়াজিব?
৭) মাদঊদের প্রকারভেদ উল্লেখ করে প্রত্যেক প্রকারের শাখা সমূহ উল্লেখ কর।
৮) দা'ওয়াতের বিষয় বস্তু তিনটি দিককে শামিল করে তা উল্লেখ কর।

দা'ওয়াতের পদ্ধতি

সংজ্ঞা:
পদ্ধতি বলতে সেই সব পন্থা বুঝায় যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দাঈ অবলম্বন করবে।

প্রকারভেদ:
দা'ওয়াতের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মূল পদ্ধতি গুলোই শুধু আমরা এখানে উল্লেখ করব। আল্লাহ্ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: "তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর নছীহতের মাধ্যমে আহ্বান কর। এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর।" (সূরা নাহল- ১২৫)
উক্ত পদ্ধতি সমূহ থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ:

প্রথম পদ্ধতি: হিকমত

সংজ্ঞা:
হিকমত হল, প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট (যোগ্য) স্থানে রাখা। অথবা উহা হল, বিবেক ও জ্ঞান দ্বারা হক্ব পাওয়া।

হিকমত প্রকাশের ক্ষেত্র সমূহ:
যেহেতু হিকমত হল কথায় কাজে সঠিক পন্থা অবলম্বন সেহেতু তার (হিকমতের) দৃশ্যপট কয়েকটি। যেমন:

১) কোন বিষয়ের আগে কোনটি (তথা প্রাথমিক) বিষয়গুলোকে বিন্যস্ত করা। অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া। যেমন: আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে ইবাদত ও চরিত্র সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রাধান্য প্রদান করা। ফরয বিষয়কে নফল ও মুস্তাহাবের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। মাকরূহ বিষয়ের চাইতে হারাম বিষয়গুলোর আলোচনা আগে করা। বিরোধের সময় সীমিত উপকারের চাইতে ব্যাপক উপকারকে প্রাধান্য দেয়া। কোন উপকার আনয়নের চাইতে সে ক্ষেত্রে বিপর্যায় বা ক্ষতিকে প্রতিহত করা। এসকল বিষয়ের দলীল হল, প্রথম যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের বাস্তব কর্ম পদ্ধতি। কেননা ইসলাম শুরু হয়েছে আক্বীদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তারপর পর্যায়ক্রমে শরীয়তের বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এর দলীল হল মুআয (রা:) এর হাদীছ। যাতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাকে কিভাবে

দা’ওয়াত দিতে হবে তার শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথমে ঈমান, তারপর ছালাত, অত:পর যাকাত..... । (হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।)

২) প্রাথমিক বিষয়গুলো বাস্তাবায়নে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। খাছ করে ব্যক্তি বিশেষ এবং ব্যাপক বিষয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। কারণ পবিত্র কুরআন বিভিন্ন ফরয এবং হারাম বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়েছে। যেমনটি করেছিলেন খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (রা:) সে যুগের ব্যাপক অবস্থার সংশোধনের ক্ষেত্রে। আর তা ছিল ধীরে ধীরে বা ক্রমান্বয়ে।

৩) দা’ওয়াতের নীতি উপযুক্ত হতে হবে- মানুষের অবস্থা, বয়স এবং স্তরের সাথে। দুর্বল এবং সবল অবস্থাকে বরাবর দেখবে না। এমনিভাবে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাকে একরকম মনে করবে না। এমনিভাবে ছোটকে বড়র সাথে এক করবে না। নারী-পুরুষ বরাবর মনে করবে না। শিক্ষিত ও অজ্ঞ লোককে এক পাল্লায় মাপবে না। শত্রু-মিত্রের সাথে এক সমান ব্যবহার করবে না। এছাড়া এধরণের আরো অবস্থা ও স্তরকে খেয়াল রাখবে এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক পার্থক্য অনুযায়ী কাজ করবে। হাদীছে এসেছে:

(يا عائشة لو لا قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون) [متفق عليه]

অর্থ: “হে আয়েশা! তোমার কওমের লোকদের কুফুর থেকে ফিরে আসার অবস্থা যদি নতুন না হত তবে (বর্তমান) কা’বা ভেঙ্গে ফেলতাম এবং নতুনভাবে তৈরী করে তাতে দু’টি দরজা রাখতাম। একটি দিয়ে লোক প্রবেশ করত, অন্যটি দিয়ে বের হত।” (বুখারী ও মুসলিম)

৪) ইহ্‌তেসাব তথা আমর বিল মা’রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের স্তর সমূহের প্রতি ভিত্তি করবে। যেমন: প্রথমে পরিচয় দান, তারপর ওয়াজ-নছীহত, অত:পর কঠোর বাক্য ব্যবহার, তারপর হাতের ব্যবহার, অত:পর ধমকি প্রদান, তারপর প্রহার। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

অর্থ: “আর (তোমাদের স্ত্রীদের থেকে) যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, (তারপর) তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং (এরপর) প্রহার কর...। (সূরা নিসা- ৩৪)

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন: নাহী আনিল মুনকারের স্তর তিনটি:

ক) যদি কোন গর্হিত বিষয়কে প্রতিহত করতে গিয়ে তার চাইতে বড় কোন গর্হিত বিষয় প্রষ্ঠিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তা প্রতিহত করা জায়েয নয়।

খ) যদি কোন গর্হিত বিষয়কে প্রতিহত করতে গিয়ে সেটার বরাবর অপর কোন গর্হিত বিষয় প্রষ্ঠিত হয়, তবে তাও প্রতিহত করা জায়েয নয়।

গ) আর যদি উহা প্রতিহত করতে গিয়ে তা নির্মূল বা হ্রাস করা সম্ভব হয়, তবে তা প্রতিহত করা ওয়াজিব।

যদি উল্লেখিত স্তর সমূহ লজ্ঘন করে তবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তা হিকমত এবং ইহতেসাবের বাইরে বলে গণ্য হবে।

৫) কারণ ও উদ্বুদ্ধকারী বিষয় অনুসন্ধান করবে। যাতে চিকিৎসার পদ্ধতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। কেননা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে যে ব্যবহার হবে, শত্রুর সাথে তা ভিন্ন হবে। দুর্বল ও ত্রুটিকারী ব্যক্তির চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন হবে অস্বীকারকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীর চিকিৎসা অন্য রকম হবে।

৬) এককভাবে এবং জামাআতবদ্ধ ভাবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি খেয়াল রাখবে। কেননা দা'ওয়াতের পদ্ধতি বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে। যেমনঃ মুসলিম রাষ্ট্রে বা চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রে দা'ওয়াতী কাজের হিকমত হল তা অনুমদিত সংগঠন সমূহের মাধ্যমে হবে। আর অমুসলিম দেশে বা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ নয় এমন দেশে গোপন সংগঠনের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ হবে। আর কোন দেশের উপর হুকুম লাগানো- তা কাফের রাষ্ট্র না মুসলিম রাষ্ট্র না জালেম- ফাসেক রাষ্ট্র ইত্যাদি যেন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে না আসে। বরং এর দায়িত্ব মুসলিম জাতির ঐক্যমতে ওলামাদের দ্বারা গঠিত কার্যকরী পরিষদের উপর।

৭) হিকমতের অন্তর্গত হল, দাঈ নিজেকে সর্বোত্তম চরিত্রে ভূষিত করবে। সর্বদায় সে চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। যে স্থানে যে আচরণ প্রয়োগ করা উপযুক্ত সেখানে তাই করবে। যেমন প্রথমে ভদ্রতা ও নম্রতা অবলম্বন তারপর কঠোরতা ও রূঢ়তা অবলম্বন। প্রথমে ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন অত:পর শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ। আল্লাহ্ বলেন:

أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ: "(মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ) কাফেরদের প্রতি কঠোর, পরস্পর করুণাশীল।" (সূরা মুহাম্মাদ- ২৯) সুতরাং নম্রতার জায়গায় কঠোরতা বা কঠোরতার স্থানে নম্রতা অবলম্বন মোটেও হিকমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৮) হিকমতের অন্তর্গত হল, দাঈ ব্যক্তি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আধুনিক সামগ্রী সমূহ ব্যবহার করবে। তা যেখান থেকেই আসুক বা যেখানেরই তৈরী হোক। আর তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ যিনি তার জন্য এসকল সরঞ্জাম সহজ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ উত্তম ওয়াজ

সংজ্ঞাঃ
তা হল, উত্তম ভাষায় নছীহত ও উপদেশ প্রদান করা।

দৃশ্যপটঃ

১) নম্র, বিনিত ও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

অর্থঃ "এবং মানুষকে উত্তম কথা বল।" (সূরা বাক্বারা- ৮৩)

২) ইশারা- ইঙ্গিত ব্যবহার করা, পাশকেটে কথা বলা, তাওরিয়া ব্যবহার করা। (তাওরিয়া বলা হয়, শ্রোতার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলা যা দ্বারা দূরবর্তী কোন অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়।)

৩) উপদেশ মূলক কিচ্ছা-কাহিনী পেশ করা, মোহনীয় ভাষায় বক্তৃতা করা।

৪) প্রশংসা ও নিন্দা জ্ঞাপন।

৫) উদ্বুদ্ধ করণ ও ভীতি প্রদর্শন।

৬) বিজয় ও কর্তৃত্বের অঙ্গীকার প্রদান। ছবর ও ধৈর্যের প্রশিক্ষণ।

- এছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য পদ্ধতি সমূহ অবলম্বন করবে, যাতে মাদঊদের উপর প্রভাব ফেলে এবং তাদেরকে আনুগত্য ও মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমনঃ ঐ গ্রাম্য ব্যক্তির কাহিনী। সে মসজিদে নববীর ভিতরে পেশাব করে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছাহাবীগণ তাকে ধমকালেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তোমরা তার প্রস্রাব বন্ধ করে দিও না, তাকে প্রস্রাব করতে দাও।" তারা তাকে আর কিছু বলল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাকে ডাকলেন ও বললেনঃ "নিশ্চয় এ মসজিদ সমূহ প্রস্রাব-পায়খানা বা এধরণের কোন কাজের জন্য সমিচীন নয়। এস্থান সমূহ তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার যিকির, ছালাত এবং কুরআন তেলাওয়াতের জন্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় পদ্ধতি: উত্তম পন্থায় বিতর্ক

সংজ্ঞা:

বিরোধী পক্ষের দাবী ও যুক্তির অসাড়তাকে দলীল বা সংশয় দ্বারা প্রতিহত করা।

প্রকারভেদ:

ইহা কখনো ভাল হয়, কখনো মন্দ হয়। একারণে ওলামাগণ বিতর্ককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ক) প্রশংসনীয় ২) নিন্দনীয়। অবশ্য এ ভাগ বিতর্ককারীর উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও বিতর্কের ফলাফল- প্রভৃতির দিক বিবেচনা করে করা হয়েছে। যে বিতর্ক কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং তার সাহায্যের জন্য হয়, আর তা হয় সঠিক পদ্ধতিতে, যার ফলাফলও ভাল- তবে তা হল প্রশংসনীয় বিতর্ক। আর এছাড়া যদি অন্যভাবে হয় তবেই তা নিন্দনীয় বিতর্ক। এই কারণে পবিত্র কুরআনে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, বিতর্ক যেন উত্তমভাবে করা হয়।

কখন বিতর্কে যাবে?

বিতর্ক, বা বাহাছ-মুনাযারা প্রভৃতি শুধু ঐব্যক্তির সাথে ব্যবহার করবে, যার সাথে বিতর্ক করলে তার কোন উপকার হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাল কথা শুনে ও মানে, তার সাথে বিতর্কে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। বিতর্ক মানুষের একটি ফিতরতী বিষয় (সৃষ্টিগত স্বভাব)। বিতর্ক সবাই করে- ভাল মানুষ খারাপ মানুষ, ছোট-বড়, নারী পুরুষ সবার থেকে বিতর্ক প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ বলেন:

وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

অর্থ: "মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে।" (সূরা কাহাফ- ৫৪)

নবী (আ:)গণও কখনো কখনো দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিতর্কের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

অর্থ: "তারা বলল, হে নূহ তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করছ। আর তা খুব বেশী করে করছ।" (সূরা হুদ- ৩২) ছাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অনেক দাঈ এ পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে তাদের থেকে বিতর্ক পদ্ধতির নিন্দার ব্যাপারে যে সব কথা বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিন্দনীয় বিতর্ক বা কুরআন ও তার আয়াত নিয়ে বিতর্ক।

বিতর্কের আদব:

ওলামাগণ বিতর্কের ক্ষেত্রে যে সকল আদব উল্লেখ করেছেন তা তিনটি বিষয়কে বাস্তবায়ন করার মাঝেই সীমাবদ্ধ। তা হল:

১) বিতর্ক থেকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি তা সংশোধন করা।

২) পদ্ধতি ও প্রকৃতি বিশুদ্ধ করা।
৩) ফলাফল বিশুদ্ধ করা ও প্রভাব নিরাপদ হওয়া।

বিতর্ক পদ্ধতির বৈশিষ্ট:

১) জ্ঞান ও বিদ্যার উপর নির্ভর করা। অজ্ঞতা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ বলেন:

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? হ্যাঁ, তোমরা তো সেই লোক যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তাতে তোমরা বিবাদ করতে, এখন আবার সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন, তোমরা অবগত নও।" (সূরা- আল ইমরান- ৬৫-৬৬)

২) প্রতিপক্ষের উপর দলীল কায়েম করা ও তাকে লাজওয়াব করা। সুতরাং বিতর্ককারীর কোন দলীল বা সংশয়ের দিক ছেড়ে দেয়া যাবে না, যা সে আঁকড়ে থাকতে পারে এবং স্বীয় বাতিলের পক্ষে দলীল পেশ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

অর্থ: "আপনি কি সেই লোককে দেখেন নি, যে প্রতিপালক সম্পর্কে ইবরাহীমের সাথে বিতর্ক করেছিল এই কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজত্য দান করেছিলেন? যখন ইবরাহীম বললেন, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান তিনিই আমার পালনকর্তা। সে বলল, আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করে থাকেন, এবার তুমি উহা পশ্চিম দিক হতে উদিত কর দেখি! তখন কাফের হতভম্ভ হয়ে গেল। বস্তুত: আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী জাতিকে পথের সন্ধান দেন না।" (সূরা বাক্বারা- ২৫৮)

৩) বিতর্কে যাওয়ার কারণ সমূহের বিভিন্নতা প্রকাশ করা। যেমন:
ক) মানসিক কারণ। যেমন নির্দিষ্ট কোন মতের উপর দৃঢ়ভাবে আত্মতৃপ্তি লাভ করা বা কোন বিষয়ে দ্রুততা করা বা কোন কাজে আশ্চর্য হওয়া প্রভৃতি। যেমন: আদম (আ:) এর সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্র সাথে ফেরেস্তাদের বিতর্কের ব্যাপারটি। তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াতের ব্যাপারে মুশরিকদের আশ্চর্য প্রকাশ। কখনো কখনো বিতর্কের ক্ষেত্রে মানসিক কারণগুলো অহংকার ও হিংসা হতে পারে। যেমন: ইবলিশের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অথবা কারণগুলো হক্ব বা হক্বপন্থীদের সাথে ঠাট্টা বা

বিদ্রুপ হতে পারে। অথবা কোন বিষয়ে কঠিন ভয় বা অপসন্দ হতে পারে। যেমন, বদর দিবসে মু'মিনদের ক্ষেত্রে হয়েছিল।

খ) বিদ্যা সম্পর্কিত কারণ। যেমন, কোন বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে প্রশ্ন করা বা সে বিষয়ে উপকার লাভের চেষ্টা করা। অথবা কোন দলীল বা দু'টি দলীলের মাঝে প্রাধান্য নিয়ে বিতর্ক করা। অথবা কোন বিষয়ের সন্দেহ-সংশয় দূরভীত করা।

গ) সামাজিক কারণ। যেমন কোন কথা বা মত বা মাযহাবের পক্ষে গোঁড়ামী করা বা তার পক্ষাবলম্বন করা। অথবা বাপদাদার চালচলন আঁকড়ে থাকা।

তাই প্রত্যেক দাঈর উপর আবশ্যক হল, প্রতিপক্ষের বিতর্কে লিপ্ত কারণ কি তা উদ্ঘাটনের চেষ্ঠা করা, যাতে করে সে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করতে পারে। ইতপূর্বে আমরা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত পদ্ধতির আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে বিতর্কের উদাহারণ ভরপুর। চাই তা মু'মিনদের পারস্পরিক বিতর্ক হোক বা মু'মিনদের সাথে কাফেরদের বিতর্ক হোক। সুতরাং দাঈর উপর আবশ্যক হল, সে বিষয়গুলো আয়ত্ব করা ও সেখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেয়া।

চতুর্থ পদ্ধতি: উত্তম আদর্শ

সংজ্ঞা:

উহা হল সেই দৃষ্টান্তের নাম- যা দেখে অন্যে তার সাদৃশ্যাবলম্বন করবে এবং তার অনুরূপ আমল করবে।

আদর্শকে (উত্তম) শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে করে (খারাপ) নমূনা বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غيـــر أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنه سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) [رواه مسلم] .

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম রীতি চালু করবে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং সে অনূযায়ী, যে আমল করবে তার প্রতিদানও লাভ করবে। অথচ তাদের (অনুসরণকারীদের) প্রতিদান কোন কিছু কম করা হবে না। এবং যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ প্রথা চালু করবে, তার পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং সে অনুযায়ী যে আমল করবে তার পাপও। অথচ তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপের অংশ থেকে কোন অংশ কম করা হবে না।" (মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্, তিরমিযী)

উত্তম আদর্শের প্রকারভেদ:

ইহা দু'ভাগে বিভক্ত:

১) ব্যাপক উত্তম আদর্শ: অর্থাৎ যা সব ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মা'ছূম বা মুক্ত। যেমন, নবী-রাসূলগণ (আ:)। আল্লাহ্ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব- ২১)

২) নির্দিষ্ট উত্তম আদর্শ: অর্থাৎ যা ত্রুটি মুক্ত নয়। যেমন সৎলোকদের অবস্থা। তাদেরকে কোন কোন বিষয়ে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাবে সব বিষয়ে নয়। কেননা তাদেরও ভুলত্রুটি হয়ে থাকে।

উত্তম আদর্শের গুরুত্ব:

১) আদর্শের প্রভাব ব্যাপক। মানুষের সকল পর্যায়কে তা শামিল করে। এমনকি অজ্ঞ লোককেও। কেননা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব যে সে অন্যের কাজের বর্ণনা দিতে পারে, না বুঝেও তার অন্ধানুসরণ করতে পারে।

২) মানুষের স্বভাব ও ফিতরাত হল পড়ে বা শোনার চাইতে আদর্শের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হওয়া। বিশেষ করে বাস্তব সম্মত বিষয় সমূহে।

৩) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে (আ:) তাঁর বান্দাদের জন্য বাস্তব নমূনা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তাই শুধু রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। তিনি এরশাদ করেন:

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِه

অর্থ: "ওরা সেই ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ্ পথ-প্রদর্শন করেছেন। অতএব তুমিও তাদের পথের অনুসরণ কর।" (সূরা আনআম- ৯০)

উত্তম আদর্শ পদ্ধতির বৈশিষ্ট:

১) অনুসৃত ব্যক্তি থেকে অনুসরণকারীর প্রতি কল্যাণ দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যায়।

২) নিরাপদ গ্রহণ এবং বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি। বিশেষ করে বাস্তব ও সুক্ষ্ম বিষয় সমূহে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতকে ইসলামের কতিপয় রুকনের ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে শিক্ষা নেয়ার জন্য আদেশ করেছেন। যেমন, ছালাত এবং হজ্জের ক্ষেত্রে তাঁর সুক্ষ্ম অনুসরণ। তিনি বলেন:

(صلوا كما رأيتموني أصلى) [رواه البخاري]

অর্থ: "তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেই ভাবে ছালাত আদায় কর।" (বুখারী) হজ্জের ক্ষেত্রে তিনি বলেন:

(خذوا عني مناسككم) [رواه البخاري ومسلم والنسائي]

অর্থ: "তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জের পদ্ধতি শিখে নাও।" (বুখারী মুসলিম, নাসাঈ।)

৩) মানুষের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে। বাস্তব বিষয় সমূহে দ্রুত সাড়া পাওয়া যায়। এ থেকে উম্মু সালামা (রাঃ) হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি যেন আগেই মাথা মুন্ডন করে নেন এবং হালাল হয়ে যান। যাতে করে মানুষ বাস্তবে তাঁর অনুসরণ করতে পারে। (বুখারী) এমনিভাবে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন দুধ বা পানির পাত্র আনিয়ে নিলেন, তারপর মানুষের সামনে তা পান করলেন এবং রোজা খুলে ফেললেন। সাথে সাথে মানুষও তাঁর সাথে রোজা খুলে ফেলল। (বুখারী)

প্রশ্নমালা:

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা কর:
দা'ওয়াতের পদ্ধতি, হিকমত, উত্তম ওয়াজ, বিতর্ক, উত্তম আদর্শ।
২) হিকমত প্রকাশের অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে। তা থেকে চারটি দলীলসহ উল্লেখ কর।
৩) উত্তম নছীহতের অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে। তা থেকে তিনটি উল্লেখ কর।
৪) বিতর্ক পদ্ধতির বৈশিষ্ট সমূহ উল্লেখ কর।
৫) উত্তম আদর্শের প্রকারভেদ সমূহ উল্লেখ কর। আর কেনই বা এ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ।

সামাপ্ত